আমাদের কাগজ

তারিখ ... 19 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

16

প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সীট পায়নি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সমস্যা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সমস্যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার সমস্যা। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই চলছে সীটের রাজনীতি। গত ২ বছর আগেও এখানে সীটের কোন সমস্যা ছিল না। স্নাতক, এমএস ও এমএসসি বিভগের ৮টি সেশনে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫ হাজার ৯শ' ৪৭। অথচ ১টি মহিলা হলসহ ৯টি আবাসিক হলে মোট আসন সংখ্যা ৩ হাজার ১শ' ৭৬টি। হিসেব করে দেখা গেছে ২ হাজার ৭শ' ৭১ জনের সীট নেই। বিশেষ করে শহীদ নাজমুল আহসান হল, আশরাফুল হক হল ও ছাত্রীদের সুলতানা রাজিয়া হলে সীট সমস্যা প্রকট। সুলতানা রাজিয়া হলে সীট সংখ্যা ৩শ' ১৬টি। অথচ ছাত্রী সংখ্যা ৬শ' ৪৯ জন। অর্থাৎ ৩৩ জন ছাত্রী সীট পায়নি যেখানে সীট সংখ্যার চেয়ে ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ সেখানে আরও একটি মহিলা হল প্রয়োজন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীট সমস্যার জন্যে সেশন জটই দায়ী। সেশন জট না থাকলে মাস্টার্সসহ ৫টি সেশনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা থাকতো ২ হাজার ৬শ' ৭৯ জন। এমএস-এ ২টি সেশন থাকার কথা থাকলেও এখানে সেশন রয়েছে ৪টি। সেশন জট মুক্ত থাকলে এখানে সীটের কোন সমস্যা থাকতো না বরং ৭শ' ৯৭টি সীট শূন্য পড়ে থাকতো। সীট দখলকে কেন্দ্র করে ৫ মাস ২ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বিগত বছরগুলোতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যত সংঘর্ষ হয়েছে তার অধিকাংশই সীট দখলকে কেন্দ্র করে। সীট স্বল্পতায় ছাত্র-ছাত্রীরা একদিকে হিমশিম খাচ্ছে অপরদিকে লেখাপড়ায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। মাত্র কয়েক মাস আগে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। নতুন আরেকটি ব্যাচ গত জুন মাসে ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরুর অপেক্ষায় আছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়। তাই ক্লাস শুরুর প্রথম দিক থেকে ব্যবহারিক লেখাপড়া শুরু করতে হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ার-টেবিল, লকার বা আলমারীর প্রয়োজন হয়। অথচ চেয়ার-টেবিলতো দূরের কথা প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। সীট স্বল্পতায় ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে ডাবলিং করে থাকছে। গত বছর ভেটেরিনারী অনুসদের ডিভিএম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী ও বর্তমানে এমএস (ইনএটিসি) এ অধ্যয়নরত আনম আসিনুর রহমান জানায়, প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার যেন অন্ত নেই। আজ এই রুমে, কাল ঐ রুমে, পরশু ডাবলিং এর পরের দিন টিপলিং। এভাবেই চলছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার অবস্থা, নবাগত ৫শ' ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী রীতিমত ক্লাস করছে। এখনও শতকরা ৮ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা সীটের ব্যবস্থা করতে পারেনি। মেধার ভিত্তিতে সীট বন্টনের নিয়ম থাকলেও এ ক্ষেত্রে সেটা করা হয় না। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এ সুযোগের সৎ ব্যবহারের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। নেতারা স্ব স্ব দল ভারি করার জন্যে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সীটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। এতে দেখা যায় যে, সীট পাওয়া ঐ সব ছাত্র-ছাত্রী ঐ সংগঠনের নিয়ম-নীতি অনুসারে চলতে হয়। হলগুলোতে নেতাদের দৌরাত্ম্য চরমে। প্রভোষ্ট এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে পারে না। ফলে নেতাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয়। ১৯৬১ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কোন হলে কয়েন বক্স বা কার্ড ফোনের ব্যবস্থা নেই। কোন হলেই ফ্যান নেই। পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত। ডায়নিং ও কেন্টিনের পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। পশুপালন অনুসদের শেষ বর্ষের ছাত্র আবু ছাদেক মোঃ সেলিম জানান, সব হলে ওই পোকার আক্রমণ ব্যাপক। ওই পোকার আক্রমণে ছাত্র-ছাত্রীদের বইপত্র, নোট, সার্টিফিকেট ও মার্কসীটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিনষ্ট হচ্ছে। হল লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই নেই। অপরদিকে সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রী ছুটিতে বাড়িতে কিংবা চাকরির পরীক্ষা দিতে অথবা অন্যত্র কোথাও গেলে তার সীটটি দখল হয়ে যায়। সে সিনিয়র ছাত্র হলে এসে তার সীটে অন্যজনকে দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন। কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার দিলেও কোন লাভ হয় না। আরও একটি হল নির্মাণের দাবি ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের।

□ সাহাদাত পারভেজ